আন্দোলনের পরদিনই সেই মহিলা কলেজে ৬ শিক্ষকের পদায়ন

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ২৭ জুলাই, ২০২৬ ১০:০৫

জলাবদ্ধতার মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে আলোচিত কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে ছয়জন নতুন শিক্ষককে পদায়ন ও বদলি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ সিদ্ধান্ত এসেছে কলেজটির সাত শিক্ষককে বদলির আদেশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরের দিনই।

এতে বদলি করা কয়েকজন শিক্ষক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

রবিবার (২৬ জুলাই) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-২ শাখা এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। উপসচিব মো. আ. কুদ্দুস স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের আগামী ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরো পড়ুন

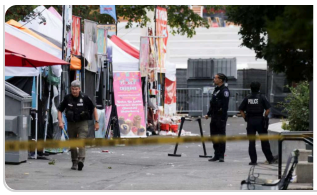

যুক্তরাষ্ট্রে খাবার উৎসবে বন্দুক হামলায় নিহত ২, আহত ৫

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে মো. মোস্তফা সারওয়ার খানকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে পদায়ন করা হয়েছে।

তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) ওএসডি থেকে চৌমুহনী সরকারি সালেহ আহমেদ কলেজে কর্মরত ছিলেন। অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। তিনি মাউশিতে ওএসডি থেকে কুমিল্লার গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজে কর্মরত ছিলেন।

নবীনগর সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিনকে একই পদে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে বদলি করা হয়েছে।

গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন মো. খালেদ ইকবাল জুয়েল। তিনি মাউশিতে ওএসডি থেকে বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজে কর্মরত ছিলেন।

আরো পড়ুন

সমাজে মিলেমিশে থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন ইসরাফুল ইসলাম ভূঁইয়া। তিনি মাউশিতে ওএসডি হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজে সংযুক্ত ছিলেন। বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী মো. হাবিব উল্লাহকেও একই পদে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে বদলি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বদলি করা একাধিক শিক্ষক বলেছেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুযোগ না দিয়েই নতুন শিক্ষকদের পদায়ন করা হয়েছে। তাদের ভাষ্য, জলাবদ্ধতার ঘটনার দায় শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা দুঃখজনক।

আরো পড়ুন

দাম কমে যত টাকায় বিক্রি হচ্ছে সোনা

এর আগে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের সাত শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে বদলি করা হয়। তাদের মধ্যে কলেজের উপাধ্যক্ষ এ কে এম জহিরুল আলমকে চিওড়া সরকারি কলেজে, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল মালেককে কক্সবাজার সরকারি কলেজে, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী

অধ্যাপক কনক বড়ুয়াকে হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ উল্লাহ মজুমদারকে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ নূর উল্লাহকে নবীনগর সরকারি কলেজে, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. আল-আমিনকে বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজে এবং ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসীনকে বরগুনা সরকারি কলেজে বদলি করা হয়।

প্রসংগত, কুমিল্লা নগরে জলাবদ্ধতা দীর্ঘদিনের সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে একটু বৃষ্টি হলেই নগরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা নগরবাসীকে চরম দুর্ভোগে ফেলে। ১৩ জুলাই সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত মাত্র তিন ঘণ্টায় কুমিল্লা নগরে ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস। এই অতিভারি বৃষ্টিতে পুরো কুমিল্লা নগর অচল হয়ে পড়ে। প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি তলিয়ে যায় হাঁটু থেকে কোমরসমান পানিতে।

আরো পড়ুন

মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

এর মধ্যে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্র এলাকায় পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে নাজুক। ওই দিন সকালে পদার্থবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে পৌঁছাতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন। অনেক শিক্ষার্থীকে ভেজা কাপড়েই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়েছে এবং ওই অবস্থাতেই তিন ঘণ্টা পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ। পরে ওই ঘটনায় সাত শিক্ষককে বদলির সিদ্ধান্ত হলে গত শনিবার শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। তার পরদিনই নতুন ছয় শিক্ষককে পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি হলো।